গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারা অধিদপ্তর
৩০/৩ উমেশ দত্ত রোড, বকশিবাজার, ঢাকা-১২১১
www.prison.gov.bd

পত্র নং-৫৮.০৪.০০০০.০২২.০১.০০৬.২০২৫-৭৪

তারিখ : ২৭ মাঘ ১৪৩১ / ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

বিষয়: বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সুপারিশ নিয়ে বদলির আবেদনপত্রসহ বিভিন্ন বিষয়ে সুপারিশকরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, কারা বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সুপারিশ নিয়ে বদলির আবেদনপত্রসহ বিভিন্ন বিষয়ে সুপারিশপত্র কারা অধিদপ্তরে প্রেরণ করে থাকেন, যা সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা ১৯৭৯ অনুযায়ী বিধি ২০ এর পরিপন্থী। এতে সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী প্রশাসনিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হয় এবং কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বদলিসহ অন্যান্য বিষয়ে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব হয় না। ফলে তদবির/সুপারিশের কারণে কেহ অধিক সুবিধা পায় আবার কেহ উল্লেখিত কারণে বঞ্চিত হয়। এতে প্রশাসনিক ভাবমূর্তি ও বিশ্বাস যোগ্যতা দারুণভাবে ক্ষুন্ন হয় যা কোনক্রমেই কাম্য কিংবা বাঞ্চনীয় নয়। সুষ্ঠু প্রশাসন পরিচালনা ও ন্যায় বিচারের স্বার্থে এধরণের সুপারিশ/তদবির প্রবণতা পরিহার করতে হবে।

কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর কোন সুবিধা/অসুবিধা থাকলে অবেদনপত্র যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে কারা অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্থানীয় কারা কর্তৃপক্ষ তার আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই করে সত্যতা সম্পর্কে মতামতসহ কারা অধিদপ্তরে প্রেরণ করবেন। **কারা অধিদপ্তর মানবিক বিষয়সমূহ গুরুত্ব সহকারে সমাধানযোগ্য আবেদন দ্রুত সময়ে নিষ্পত্তির বিষয়ে বদ্ধপরিকর।** তবে কোন ব্যক্তিবর্গের সুপারিশ/তদবির নিয়ে আবেদনপত্র প্রেরণ করা হলে উক্ত আবেদনপত্র বিবেচনার অযোগ্য বলে গণ্য করা হবে এবং ভবিষ্যতে রেফারেন্সের জন্য তদবিরকারীর নাম আবেদনকারী চাকরি বহিতে বিষয়টি নেতিবাচক হিসেবে উল্লেখ থাকবে।

আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: চাকরি বিধানাবলী-০১ পাতা।

১০/২/২৫
মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল
কর্নেল
অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক
পক্ষে-কারা মহাপরিদর্শক
ফোনঃ ৫৭৩০০২২২ (দপ্তর)
addl.ig@prison.gov.bd

বিতরণঃ
১। কারা উপ মহাপরিদর্শক, সকল বিভাগ;
২। কমান্ড্যান্ট, কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী;
৩। সিনিয়র তত্ত্বাবধায়ক/কারা তত্ত্বাবধায়ক, সকল কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগার।

উপরোক্ত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে এই পত্রের বিষয়বস্তু এবং সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা ১৯৭৯ এর বিধি-২০ পরপর তিন দিন রোলকলে পড়ে শুনানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুলিপি:
১। সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (সকল) কারা অধিদপ্তর, ঢাকা;
২। কারা তত্ত্বাবধায়ক, প্রিজন ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা;
৩। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা। পত্রটি কারা অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো;
৪। পরিচালক ইনচার্জ, কারা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা;
৫। প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১/২, বাজেট অফিসার/পরিসংখ্যানবিদ/স্টাফ অফিসার/ ডেপুটি জেলার (সকল) কারা অধিদপ্তর, ঢাকা;
৬। শাখা প্রধান, সকল শাখা, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা;
৭। ব্যক্তিগত সহকারী, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা। বিষয়টি কারা মহাপরিদর্শক/অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক/কারা উপমহাপরিদর্শক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য;
৮। গার্ড ফাইল।

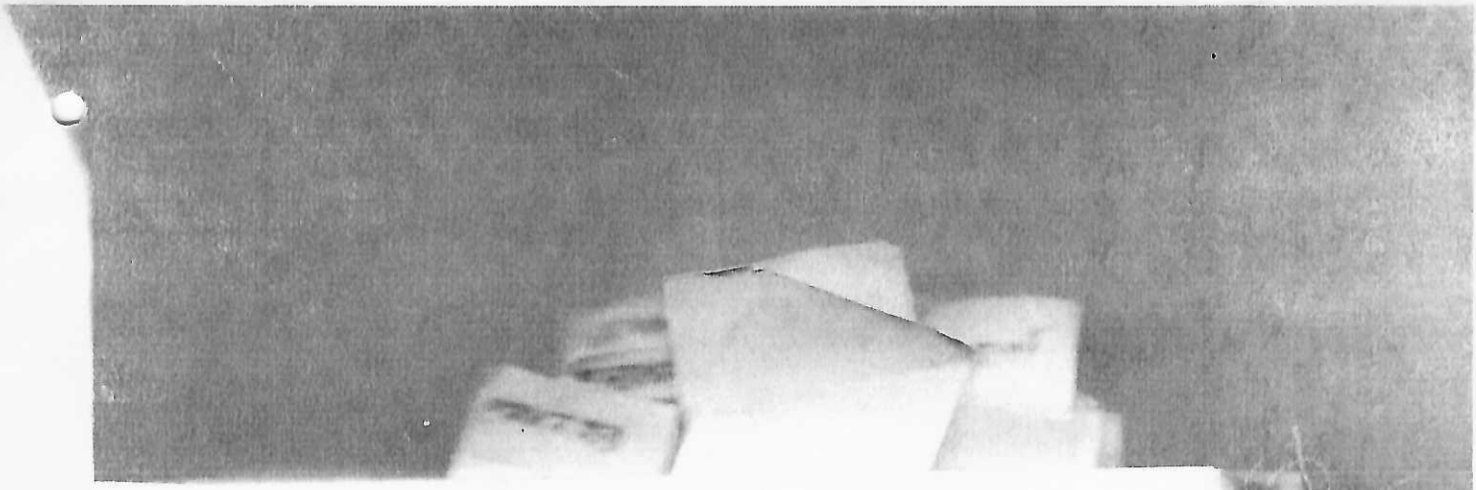

১৮। দেউলিয়াত্ব ও অভ্যাসগত ঋণগ্রস্ততা।- সরকারি কর্মচারী অবশ্যই অভ্যাসগত ঋণগ্রস্ততাকে পরিহার করিবে। যদি কোনো সরকারি কর্মচারী দেউলিয়া হিসাবে বিবেচিত বা ঘোষিত হয় অথবা তাঁহার বেতনের ক্রোকযোগ্য অংশের পুরোটাই যদি এক নাগাড়ে দুই বৎসরকাল পর্যন্ত দায়বদ্ধ থাকে অথবা যেই পরিমাণ টাকার জন্য ক্রোক করা হইয়াছে, স্বাভাবিক অবস্থায় যদি তাহা দুই বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে তিনি এই বিধি ভংগ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে– যদি না তিনি প্রমাণ করিতে সক্ষম হন যে, এই দেউলিয়াত্ব বা ঋণগ্রস্ততা এমন একটি ঘটনার ফলশ্রুতি যাহা তিনি স্বাভাবিক তৎপরতার দ্বারা পূর্বে বুঝিতে সক্ষম হন নাই অথবা যাহার উপর তাঁহার কোনো হাত ছিল না এবং যাহা কোনো অবিবেচনা প্রসূত বা অপব্যয়ের অভ্যাসজনিত কারণে সৃষ্ট নয়। যদি কোনো সরকারি কর্মচারী নিজেকে দেউলিয়া হিসাবে ঘোষণা করার জন্য আবেদন করেন বা দেউলিয়া হিসাবে বিবেচিত বা ঘোষিত হন, তাহা হইলে তিনি সে সম্পর্কে তৎক্ষণাৎ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অফিস প্রধান বা বিভাগীয় প্রধান অথবা মন্ত্রণালয়ের সচিব এর নিকট রিপোর্ট করিবেন।

১৯। সরকারি দলিলাদি অথবা তথ্যের আদান প্রদান।-সরকারি কর্মচারী সরকার কর্তৃক এই উদ্দেশ্যে সাধারণ বা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া সরকারি দায়িত্ব পালনকালে সরকারি উৎস হইতে বা অন্য কোনোভাবে তাঁহার দখলে আসিয়াছে অথবা সরকারি কর্তব্য সম্পাদনকালে তাঁহার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বা সংগৃহীত হইয়াছে, এইরূপ সরকারি দলিলের বিষয়বস্তু বা তথ্য প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে অন্য কোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা সংযুক্ত দপ্তরে কর্মরত কোনো সরকারি কর্মচারীর নিকট অথবা অন্য কোনো বেসরকারি ব্যক্তির নিকট অথবা সংবাদ মাধ্যমের নিকট প্রকাশ করিতে পারিবেন না।

২০। কোনো অনুরোধ বা প্রস্তাব নিয়া সংসদ সদস্য, ইত্যাদির দ্বারস্থ হওয়া।-সরকারি কর্মচারী কোনো বিষয়ে তাঁহার পক্ষে হস্তক্ষেপ করার জন্য কোনোরূপ অনুরোধ বা প্রস্তাব নিয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো সংসদ সদস্য বা অন্য কোনো বেসরকারি ব্যক্তির দ্বারস্থ হইতে পারিবেন না।

২১। সংবাদপত্র বা সাময়িকীর ব্যবস্থাপনা, ইত্যাদি।-সরকারি কর্মচারী সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে যে কোনো সংবাদপত্র বা সাময়িকীর সম্পূর্ণ বা আংশিক মালিক হইতে অথবা পরিচালনা করিতে অথবা সম্পাদনায় বা ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

২২। বেতার সম্প্রচারে অংশগ্রহণ এবং সংবাদ মাধ্যমের সংগে যোগাযোগ।-সরকারি কর্মচারী বিভাগীয় প্রধানের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে কিংবা প্রকৃত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্র ব্যতিরেকে বেতার কিংবা টেলিভিশন সম্প্রচারে অংশগ্রহণ করিতে অথবা কোনো সংবাদপত্র বা সাময়িকীতে নিজ নামে অথবা বেনামে অথবা অন্যের নামে কোনো নিবন্ধ বা পত্র লিখিতে পারিবেন না।